গাংনীতে জামায়াতের ৩০ নেতা কর্মী আটক

গোপন বৈঠক চলাকালীনন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারীসহ ৩০ নেতা কর্মী আটক হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে জামায়তের দলীয় চাঁদা উত্তোলনের খাতা, লিফলেট ও জিহাদী বই উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে ভাটপাড়া গ্রামের চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের এসব নেতা কর্মীকে আটক করেন পুলিশ।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুল আলীমের ছেলে ও সাহারবাটি ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারী সেখ সাদী (৩২), ভাটপাড়া গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে ও ভাটপাড়া গ্রাম জামায়াতের সভাপতি রবিউল ইসলাম ওরফে রুবেল (৩০), আতিয়ার রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান (৩০), আফিল উদ্দীনের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান (৪০), মৃতু ওয়াছের আলীর ছেলে কাউছার আলী (৫৬), তার ভাই ফাইজার আলী (৫৯), মজির উদ্দীনের ছেলে তৈয়ব আলী (৪০), ইমারুল ইসলামের ছেলে ইউসুব আলী (৩০), সাহাব উদ্দীনের ছেলে রিপন হোসেন (৩২), আবুল হোসেনের ছেলে মোশাররফ হোসেন (৫৬), মহির উদ্দীনের ছেলে সেলিম রেজা (২৯), হোসেন আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান (৪৮)মকছেদ আলীর ছেলে তোহিদুল ইসলাম (৫৯), ফজল আলীর ছেলে এরশাদ আলী (৪৫), ফজলুর রহমানের ছেলে ইফরান আলী (৪২), মৃতু বছের আলীর ছেলে আব্দুস সাত্তারের (৭০), মৃতু মকছেদ আলীর ছেলে তাবারক আলী (৪৪), কাবের আলীর ছেলে মখলেছুর রহমান (৩০), আব্দুর রশিদের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৫০), ফজর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী (৬০), বাবলু হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দীন (৩৪), রমজান আলীর ছেলে জহিরুল ইসলাম (৫০), কুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সোহেল রানা (২৬), একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে আলহাজ হোসেন (৫০), কুলবাড়িয়া গ্রামের সাদেক আলীর ছেলে এরশাদ ওরফে লাল্টু হোসেন (৩৭), নবী বকসের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৫৫), আব্দুল ওহাবের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন (৫০), গনজের আলীর ছেলে ইনারুল ইসলাম (৪০), ভাটপাড়া গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে আকরাম হোসেন (৫০) ও তার ছেলে আরিফুল ইসলাম (৪০)।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের

নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকুর রহমান, এসআই মাসুদুর রহমান, এসআই পিন্টু ও সংগীয় ফোর্সসহ অভিযান চালানো হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, গেপান সংবাদ আসে ভাটপাড়া গ্রামের চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদে বসে জামায়াতের একটি গ্রুপ নাশকতা করার জন্য সরকার বিরোধী বৈঠক করছেন। সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টীম মসজিদটিকে ঘরে ফেলে অভিযান চালিয়ে ৩০ নেতা কর্মীকে আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে তাদের দলীয় চাঁদা (ইয়ানত) উত্তোলনের খাতা, লিফলেট ও কিছু জিহাদী বই জব্দ করা হয়েছে।

এদেরমধ্যে ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারী সেখ সাদির বিরুদ্ধে এর আগেও পুলিশের দায়ের করা নাশকতার মামলা রয়েছে। এছাড়া জামায়াতের এসব নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা রয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনা করার অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগরে মাতৃভাষা দিবস পালনে প্রস্তুতিসভা ও দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে প্রস্তুতিসভা ও দলকে সুসংগঠিত করার উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পি ডব্লিউ ডির রেস্টহাউস প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন
মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু।

উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ,বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মধু, সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন,সাধারন সম্পাদক মঈনুল হক,মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম অপা,মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদী, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলালউদ্দীন লাভলু,সম্পাদক শেখ সাকিব।

এছাড়া কর্মী সভায় চার ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলা কমিটি অনুমোদন

সাইয়েদাতুন নেছা নয়নকে সভাপতি ও লাইলা আরজুমান্দ বানুকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল মেহেরপুর জেলা কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আফরোজা আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ এ কমিটি অনুমোদন করেন।

এদিকে নতুন কমিটির সভাপতি সাইয়েদাতুন নেছা নয়ন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার প্রত্যাশা জানান।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ দিকে পৌর এলাকার খান কমিউনিটি সেন্টারে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার বাবলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির কোন্দলের কারনে এ সংগঠনকে চায়ের দোকানে নিয়ে গেছে। বর্তমানে বিএনপির নেতাকর্মীরা নামে হলেও প্রকাশ্যে আওয়ামীলীগ করে। আমি বিএনপি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আমাদের সংগঠনের মধ্যে কোন্দলের কারনে এ দলটি চায়ের দোকানে পরিণত হয়েছে। আওয়ামীলীগ আমাদের শত্রু নয়। আমাদের নেতারা তাদের সংগঠনের অবহেলার কারণে এমনটা পরিণত হয়েছে। আমরা সংগঠনের সকল কর্মীদের নিয়ে চিটারি বাটপারি করতে করতে দলের নেতৃত্ব শেষ করে দিয়েছি। আপনাদের মধ্যে জেদাজেদি ও গ্রুপিং করে আওয়ামীলীগের সঙ্গে গিয়ে আজ বিএনপির অস্থিত্ব হারানোর পথে চলে গেছে।

আজ দেশ নেত্রী বেগম জিয়ার অনুপ্রেরণার কারণে জেলার সকল ইউনিটকে শক্তি শালী করে তুলতে হবে। তৃণমূল থেকে দলকে শক্তি শালী করতে পারলে আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে পারবো।

আমি গ্রুপিং রাজনীতির মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হয়েছি। আমি জেলার তৃণমূল নেতাকর্মীদের হাত পা ধরে দলকে শক্তি শালী করতে কাজ করে যাচ্ছি। আজ আপনারা নিজেদের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা চেয়ারম্যানের নির্বাচন করেছে। বিগত ১৫ বছর আমরা জনসভা করতে পারিনি। মাঠে মিছিল মিটিং করতে পারিনি।

বর্ধিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা, আবু বক্কর

সিদ্দিক আবু, নুর নবী সামদানী, আমিনুল হক রোকন, মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু, আজিজুর রহমান পিন্টু, জিল্লুর রহমান ওল্টু, বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, আজিজুর রহমান, এমদাদুল হক ডাবু, আনিসুর রহমান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহজাহান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিন্টু, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমূখ।

মেহেরপুরে জেলা জাসাসের কর্মী সম্মেলন

মেহেরপুরে জেলা জাসাসের কর্মী সম্মেলন হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ এর সভাপতিত্বে এ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবকে সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, উদ্বোধক কেন্দ্রীয় কমিটির জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক শরীফ মাহামুদুল হক সঞ্চয়, প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটি জাসাসের সদস্য সচিব জাকির হোসেন রোকন, বিশেষ অতিথি জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির শাহ মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, আহসান হাবীব, জেলা জাসাসের সঞ্চালক বাকাবিল্লাহ সহ জেলা জাসাসের নেতৃবৃন্দরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে, ভিসির পদত্যাগ এবং শিক্ষার্থীদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ এলাকায় বিএনপির অফিসে জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে এ অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি, উজ্জ্বল হোসেন, মুজিবনগর থানা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী, বাসেম, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা জয়নাল, স্বপনসহ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় শ্রমিক লীগ গাংনী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোঃ জমির উদ্দিন কে আহবায়ক ও মোঃ আঃ ছাত্তার কে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক ইকবাল কবীর রনজু ও সদস্য সচিব মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান (রাশেদ লতিফ) এর অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, মোঃ বানারুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান হবি, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, মোঃ আমিরুল ইসলাম, শেখ আব্দুস

সামাদ, মোঃ কুতুব উদ্দিন, মোঃ বিল্লাল হোসেন, মোঃ রতন, মোঃ দবির উদ্দিন, মোঃ এনামুল হক, মোঃ হাফিজুল ইসলাম (হাফি), মোঃ কাজল হোসেন, মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ আলামিন, মোঃ রাজ্জাক, মোঃ আজিজুল, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোঃ মাদার আলী, মোঃ শহীদুল।

জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৃণমূলের সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩ মাসের জন্য এই আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২০ জনুয়ারী) বিকেলে উপজেলার তেরাইল গ্রামে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। ৬ টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককের মাঝে ৫টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেই সাথে এলাকায় প্রকৃত অসহায় মানুষকে নির্বাচন করেন তাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন গুলো হল কাথুলী, তেতুলবাড়িয়া, কাজিপুর, বামন্দি, মটমুড়া ও সাহারবাটি।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে মনিরুজ্জামান মনি, নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৬তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাতে হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, দুপুরে বিএনপি কার্যালয়ে আসতে থাকেন মহিলা দলের বিভিন্ন এলাকার নেতার্কীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সমাবেশ শুরুর মুর্হূতে জেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুসহ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বাস স্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ মিছিলটি বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তারা বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে সমাবেশ বাতিলের দাবি জানান।

এসময় বিএনপি কার্যালয়ের ভেতর থেকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করছিলেন কেউ। এ নিয়ে উত্তেজিত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিএনপি কার্যালয়ের গেটে লাথি দিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করে। চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে বিএনপি নেতাকর্মীদের নিরাপদে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগের বাধার তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানান তিনি।

জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, আমারা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। রাজনীতি করার অধিকার সবার আছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘরোয়া সমাবেশের আয়োজনও যদি না করতে পারি তাহলে এ দেশে মানুষের স্বাধীনতা

কোথায়। এভাবে বাধা দিলে তার চরম মূল্য দিতে হবে বলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতি হুশিয়ারী করেন তিনি।

জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু বলেন, কার্যালয়ের মধ্যে আলোচনা সভাতে এভাবে ছাত্রলীগ হামলা রাজনীতির অশুভ শক্তিকে আহবান করছে। এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে দেশকে বাচাতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে কঠোর আন্দোলন। বিএনপি কঠোর আন্দোলনের পথেই যাচ্ছে। মানুষ সরকারের উপরে চরম ক্ষিপ্ত। ক্ষমতা হারালে আওয়ামী লীগের একটি নেতাও দেশে পাওয়া যাবে না।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিক্কার আলী, জেলা মহিলা দলে সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভ শেষ করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গাংনী বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিকদের বিফ্রিংকালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, জিয়াউর রহমান খুনী। এদেশে একজন খুনির জন্মদিন পালন করতে দেওয়া হবে না। বিএনপি নেতার্কীরা তাদের ঘরে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতে ছাত্রলীগ সব সময় মাঠে রয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত জানিয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপি ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা বের হয়ে গেছেন। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মোঃ আব্দুল খালেককে আহবায়ক ও মোঃ সেলিম হোসেনকে সদস্যসচিব করে

৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক মোঃ নুর ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ জুয়েল রানার অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে যুগ্ন আহবায়ক করা হয়েছে খোকন মন্ডল, ইকবাল, মকেদুল, সিরাজুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামকে।

সদস্যরা হলেন, উজ্জ্বল, রাকিব উদ্দিন শেখ, লিটন, আছিরুল শেখ, শাহেদুল ইসলাম, আনসারুল, মেগা, আছিরুল, হিজাম উদ্দিন শেখ, মোঃ জোহা, মিঠু, এরশাদ আলী, মানাতুল, কালাম শেখ, খিলা, মোঃ মারুফ শেখ, খালেদ হোসেন, মাদার আলী, ইউনুচ আলী, আবু তাহের, মসির,মুরাদ, রাজু শেখ, মোছাঃ বেবী নাজমিন,রাজন, শাহাদত,আশিক, মোবারক, আলমগীর মিয়া, তুহিন খান, জুয়েল মিয়া, শরিফ শেখ, রতন শেখ, সোহেল খান, সজীব বিশ্বাস, আঙ্গুর গাজী, আজহার, মজনু, গগন বিশ্বাস, জুয়েল, মোঃ ভনা, মোঃ উজ্জল, মোঃ জিনার, মোঃ মোঃ শিপন, মোঃ মনিরুল ও মোঃ রুস্তম মন্ডল।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।